অভিযোগ ও অনুরোধ

ইয়োব ৭:১-২১

৪ ও ৫ অধ্যায়ে, বন্ধু ইলীফস ইয়োবকে বলেছিল যে, ইয়োবের প্রতি যা ঘটেছে, তা সবই তার ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট পাপের ফল। তাই, ইয়োবের উচিত ব্যক্তিগত গোপন পাপ স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছ থেকে পুনরায় আশীর্বাদ গ্রহণ করা। ৬ ও ৭ অধ্যায়ে, ইয়োব তার বন্ধুর এই ভ্রান্ত যুক্তির বিরুদ্ধে উত্তর দিয়েছে। ৬ অধ্যায়ে, ইয়োব তার বন্ধুদের ভ্রান্ত যুক্তির বিরুদ্ধে কী অভিযোগ এনেছিল, তা আমরা গত সপ্তাহে দেখেছি।

৭ অধ্যায়ে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইয়োব তার বন্ধুদের ভ্রান্ত যুক্তিকে খণ্ডন করার পর, ঈশ্বরের কাছে নিজের শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এর আগে ৩ অধ্যায়েও ইয়োব তার দুর্দশার জন্য ঈশ্বরের কাছে বিলাপ করেছিল। কিন্তু সেখানে ইয়োব কয়েকটি অবাস্তব ইচ্ছার কথা বলেছিল — নিজের জন্মদিনকে শাপ দিয়েছিল, মায়ের গর্ভে মৃত্যু কামনা করেছিল, বা জন্মের সময় মৃত্যু চেয়েছিল ইত্যাদি। কিন্তু ৭ অধ্যায়ে, ইয়োব নিজের দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির বাস্তব বর্ণনা করেছে। এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, ইয়োব তার বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে শুরু করেছে। তাই, ঈশ্বরের কাছে ইয়োব প্রথমে তার বর্তমান অভিজ্ঞতা যে কতখানি নির্মম, তার বাস্তব বর্ণনা করেছে।

১। মহা দুর্দশার বর্ণনা (৭:১-৬)

১ এবং ২ পদে, ইয়োব নিজের দুর্দশাকে বর্ণনা করার জন্য তিন ধরনের মানুষের সঙ্গে তাদের প্রভুদের সম্পর্ককে তুলে ধরেছে। এই ৩ ধরনের মানুষ হল সৈনিক, বেতনজীবি ও ক্রীতদাস। বিদেশে নিজের পরিবার ও পরিজনদের থেকে দূরে সৈন্যদের রাজার কথামতো যুদ্ধ করতে বাধ্য হত (১রাজা ৫:২৭-২৮)। বেতনজীবিরা সাধারণত তাদের প্রভুর গৃহে (যাত্রা ৪৬:২১) কাজ করত ও তারা সকলেই ছিল খুব গরিব (লেবীয় ২৫:৪০); প্রতিদিনের মজুরির উপর তাদের সংসার চলত (মথি ২০:১-১২)। অন্য দিকে, ক্রীতদাস ছিল তার মনিবের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আবদ্ধ। এইভাবে, এই ৩ ধরনের মানুষের বর্ণনার দ্বারা, ইয়োব পৃথিবীর মাটিতে সমগ্র মানব সমাজের দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতিকে বর্ণনা করেছে। অবশ্য, পুরষ্কারের কথা চিন্তা করলে এদের মধ্যে পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। চড়া রোদে বেতনজীবিরা কাজ করে, কারণ দিনের শেষে তারা তাদের বেতন আশা করে। কিন্তু ক্রীতদাস দিনের শেষে কোনও না বেতন পায় না, তাই সে সামান্য বিশ্রামের জন্য গাছের ছায়া খোঁজে।

৩ পদে ইয়োব উল্লেখ করেছে যে, এই সমস্ত সাধারণ শ্রমিকদের চেয়ে ইয়োবের দুঃখ অনেক বেশি। গাছের ছায়া বা বেতন পাবার পরিবর্তে, ইয়োব মাসের পর মাস কেবল অলীকতা বা শূন্যতা এবং কষ্টকর রাত্রি ভোগ করতে চলেছে। ৪ পদে, ইয়োব তার রাত্রিকালের কষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, সে যখন একাকী বিনিদ্র রাত্রি কাটায়, তখন তার শারীরিক ব্যথা আরও বেশি অনুভূত হয়; তাই বিছানায় ছটফট করতে করতে প্রভাতের আশা করে। কিন্তু সকাল হলে ইয়োব দেখতে পায় যে, তার সারা শরীরের ঘায়ে কীট পরিপূর্ণ (৫ পদ)। এইভাবে, দিন অতিবাহিত করতে গিয়ে ইয়োব উপলব্ধি করতে পারছে যে, এই পৃথিবীতে তার আয়ু খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে চলেছে (৬ পদ)। একে ইয়োব তাঁতে মাকু যেমন একদিক থেকে অন্য দিকে যায়, তার সঙ্গে তুলনা করেছে। এর দ্বারা ইয়োব বলতে চাইছে যে, পৃথিবীর মাটিতে ইয়োবের দিনের সংখ্যা ঈশ্বর খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে চলেছেন, যখন সমস্ত আশার সমাপ্তি ঘটবে।

২। আবেদন (৭-১০ পদ)

এইভাবে, ইয়োব যখন উপলব্ধি করেছে যে তার মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই, তখন ইয়োব ঈশ্বরের কাছে একটি সাধারণ আবেদন করেছে, যদি সম্ভব হয়, মৃত্যুর পূর্বে তার দিনগুলো যেন আর কষ্টকর না হয়। ৭ পদে, ইয়োব ঈশ্বরকে স্মরণ করতে বলেছে। ধরা যেতে পারে, এর দ্বারা ইয়োব তার ঈশ্বর-ভয়শীলতা বা কুক্রিয়া ত্যাগের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

জীবনকে (১:৮) স্মরণ করতে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করেছে। নিজের জীবনকে শ্বাসের সঙ্গে তুলনা করে, ইয়োব নিজের ক্ষণকাল স্থায়ী জীবনের প্রতি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি কামনা করেছে। ইয়োব উপলব্ধি করতে পারছে যে, ঈশ্বর যদি তাকে উদ্ধার না করে, তাহলে তার পক্ষে জীবনের সুখ পুনরায় ভোগ করা অসম্ভব।

৮-১০ পদে, ইয়োব ঈশ্বরের কাছে এই আবেদনের ভিত্তিকে তুলে ধরেছে। ইয়োব যদি এইভাবে মারা যায়, ঈশ্বর তাঁর দাসকে হারাবেন। তখন ঈশ্বর ইয়োবকে খুঁজবেন, কিন্তু তাকে দেখতে পাবেন না (৮ পদ)। আকাশে মেঘ যেমন খুব তাড়াতাড়ি ও নিঃশব্দে হারিয়ে যায়, ঠিক তেমনই ইয়োবের জীবন শেষ হতে চলেছে; সে জীবনের আর কোনও চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না (৯ক)। আবার, পাতাল যেহেতু মৃতদের থাকার স্থান, প্রাচীন চিন্তাধারা অনুসারে, সেখানে যারা যায়, তারা কেউ আর ফিরে আসতে পারে না (৯খ)। তাই, ইয়োব ভাবছে, এইভাবে কষ্টভোগ করতে করতে যদি তাকে মরতে হয়, সবাই তাকে ভুলে যাবে (১০)। তাই ইয়োবের আবেদন হল, *ঈশ্বর যদি তাঁর দাসকে না হারাতে চান, ঈশ্বর যদি তাঁর দাসকে আবার দেখতে চান, তাহলে, ঈশ্বরকে ইয়োবের এই দুঃখ ও দুর্দশায় হস্তক্ষেপ করতেই হবে।*

৩। অভিযোগ (১১-১৬)

১১ পদে ইয়োব পুনরায় নিজের অবস্থার জন্য বিলাপ করার কথা বলেছে, *"অতএব, আমি আর মুখ বুজে থাকব না।"* ইয়োবের যুক্তি হল, তার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে চুপ করে থাকা যায় না। ইয়োবের দুর্দশা তার আত্মাকে উদ্বিগ্ন করেছে, তার প্রাণকে তিক্ত করেছে; তাই ইয়োবের কাছে বিলাপই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়। ১২ পদে ইয়োব যে সমুদ্র বা তিমি নয়, তা উল্লেখ করেছে। কারণ, যখন কাউকে শক্তিশালী শত্রু বলে মনে হয়, তখন তার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য প্রহরী রাখা হয়। তাই ইয়োবের অনুরোধ, ঈশ্বর যেন ইয়োবকে শত্রু হিসাবে চিন্তা না করেন।

১৩-১৫ পদে, ইয়োব পুনরায় তার মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণার জন্য বিলাপ করছে (১৩-১৪); এবং নিজের মৃত্যু কামনা করেছে (১৫-১৬)। ঈশ্বরের প্রহরীদের থেকে রক্ষা পেতে ইয়োব যদিও তার খাট-বিছানায় সামান্য বিশ্রাম আশা করে (১৩); কিন্তু যখন সে শুয়ে থাকে, তখন বিভিন্ন স্বপ্ন ও দর্শন ইয়োবকে উদ্বিগ্ন করে ও ভীত করে (১৪)। ইয়োব মনে করে ঈশ্বরই এই সমস্ত স্বপ্ন ও দর্শন পাঠিয়েছেন। অন্যান্য সময়, রাতে কাশতে কাশতে ইয়োবের যখন শ্বাসরুদ্ধ হবার পরিস্থিতি হয় বা তার হাড়গুলো অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করে; তখন ইয়োব সেই যন্ত্রণার পরিবর্তে মৃত্যু কামনা করে (১৫)। ১৬ পদেও, ইয়োব তার যন্ত্রণার পরিবর্তে মৃত্যুর কামনা করেছে। ইয়োব জানে যে, সে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না, তার আয়ু নিঃশ্বাসের ন্যায় তুচ্ছ; তাই ইয়োব ভাবছে ঈশ্বর যদি তাকে একাকী পরিত্যাগ করেন, তাহলে তার কষ্টের কিছু উপশম হবে।

৪। শাস্তি স্থগিত রাখতে অনুরোধ (১৭-২১)

এমন অর্থহীন যন্ত্রণার মধ্যেও, ইয়োব জানে যে ঈশ্বরের সমস্ত কাজের বিশেষ অর্থ আছে। তাই সে এই বিশ্বাসে ঈশ্বরের কাছ থেকে উত্তর চাইছে। গীতসংহিতা ৮:৫-৭ ও ১৪৪:৩-৪ পদে, গীতরচক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার সঙ্গে মানুষের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করতে গিয়ে, অবাক হয়েছিল যে সেই মানুষকে ঈশ্বর উচ্চীকৃত করেছেন ও তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। কারণ, সমস্ত সৃষ্ট বিশ্বের উপর তিনি তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন (আদি ১:২৬-৩০)। কিন্তু এই সত্য ইয়োবের যন্ত্রণাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। তাই, গীতরচকের এই কথাকে ব্যবহার করে ইয়োব বলছে যে, ঈশ্বর সর্বদা তার দোষ খুঁজে চলেছেন। তাই ইয়োবের মতো একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের পরীক্ষা সহ্য করা অসম্ভব (১৭)।

১৮ পদে, ইয়োব ঈশ্বরকে তার থেকে দৃষ্টি দূর করতে বা তাকে পরিত্যাগ করতে বলেছে। ইয়োব ভাবছে, ঈশ্বর যদি তার কাছ থেকে একটু দূরে যান, তাহলে তার কষ্ট একটু কম হবে। এমন অনুরোধ থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে ইয়োবের ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

২০ পদে, ইয়োব বলতে চেয়েছে যে, সে এমন কোনও মারাত্মক পাপ করেনি, যার জন্য তাকে এমন শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। তাহলে, সেই সামান্য পাপ বা অধর্ম বা

অপরাধ, যা হয়তো ইয়োব করেছে, ঈশ্বর কেন তা ক্ষমা করছেন না? (২১ পদ)। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর তাঁর সমবেদনার ভালোবাসায় মানুষের পাপ ক্ষমা করে থাকেন, ***"সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র পুরুষ পর্যন্ত দয়ারক্ষক, অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য পাপের দণ্ড দেন"*** (যাত্রা ৩৪:৬-৭;গণনা ১৪:১৮;মীখা ৭:১৮)। তাই, ইয়োব বুঝে উঠতে পারছে না, ঈশ্বর কেন তার অধর্ম বা অপরাধ ক্ষমা করেননি। এই কথার দ্বারা ইয়োব ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ ক্ষমা চাইছে। অর্থাৎ, নিজের নৈতিক জীবনকে ভিত্তি করে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করে ইয়োব ঈশ্বরকে তার প্রতি শাস্তিকে স্থগিত রাখতে অনুরোধ করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু যে খুবই সন্নিকট তা স্মরণ করে, ইয়োব ঈশ্বরকে শীঘ্র ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছে।

ইয়োব তার উত্তর আবার কেন, কেন, কেন দিয়ে শেষ করেছে (২০-২১)। এই অধ্যায়ে ইয়োবের কথার দ্বারা, ঈশ্বরের প্রতি তার রাগ প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, তার প্রতি যা ঘটেছে, তা আপাতদৃষ্টিতে অবিচারের অত্যাচার, ঈশ্বরের তীর তাকে বিদ্ধ করেছে, তার আর কোনও আশা নেই। এখন, ঈশ্বর বিশ্বাসীদের পক্ষে রাগ করা কি সমর্থনযোগ্য? ইফিষীয় ৪:২৬ পদে পৌল এমন কথা বলেছেন, ***"রাগ করলে পাপ কোরো না; সূর্য অস্ত যাবার আগেই তোমরা তোমাদের কোপাবেশ থেকে মুক্ত হও।"*** অর্থাৎ, আমরা যেন রাগ *(anger)* ও বিদ্বেষের *(hostility)* মধ্যে পার্থক্যটা ভালো করে উপলব্ধি করি। রাগ যদিও অনেক সময় ইতিবাচক অর্থে কাজ করতে পারে; কিন্তু বিদ্বেষ বা শত্রুতা সর্বদা ধ্বংস সাধন করে থাকে। একজন ব্যক্তি যখন অনৈতিক সম্পর্ককে প্রশ্রয় দেয়, তখন রাগ ইতিবাচক বিষয় হিসাবে কাজ করতে পারে;বিশেষ করে অন্যায়-অবিচার দেখে রাগ করা অবশ্যই ইতিবাচক বিষয় (যীশুর দ্বারা জেরুশালেম মন্দির পরিষ্কার)। এই কারণে, অনেক ক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির ভালোর জন্য রাগ কাজ করতে পারে। কারণ ভালোবাসার বিপরীত রাগ নয়, কিন্তু ঘৃণা বা উদাসীনতাই হল ভালোবাসার বিপরীত আচরণ। এখানে, ইয়োব যে কষ্ট ভোগ করে চলেছে, যার কারণ তার কাছে অজানা, তার জন্য রাগ প্রকাশ করা কোনও স্বাভাবিক বিষয় নয়।

আজ আমরা যখন এই অংশ পাঠ করছি, আমরা এর থেকে শিক্ষা পাচ্ছি যে, ইয়োব তথা আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষার সময় দুটো উদ্দেশ্য কাজ করে থাকে — শয়তানের উদ্দেশ্য ও ঈশ্বরের ইচ্ছা। শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল, ইয়োবের যন্ত্রণাকে ব্যবহার করে তার শরীরকে জর্জরিত করা, বন্ধু দের ভ্রান্ত-যুক্তির দ্বারা ইয়োবের আত্মাকে ক্ষেপিয়ে তোলা, এবং ঈশ্বরের নীরবতাকে ব্যবহার করে ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাসকে ধ্বংস করা। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা হল, ইয়োবকে এমন শিক্ষা দেওয়া, যা এই দুঃখ স্বীকার না করলে ইয়োব কখনও উপলব্ধি করতে পারত না, এবং ইয়োবের ঈশ্বর জ্ঞানকে পরিপক্ক করে তোলা। ঈশ্বর ভালো করেই জানেন, তিনি কী করছেন; তাই, আমাদের দায়িত্ব সর্বদা তাঁতে আস্থা রাখা। আমরাও যখন ইয়োবের মতো দুঃখ ভোগ করি এবং তার কারণ আমাদের অজানা থাকে; আমরা যেন ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলময় ইচ্ছাতে আস্থা রাখি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)